R N. No 2532/57 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৮৭ সাল
২৭শে আগষ্ট, ১৯৮০ সাল।
নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯, সডাক ১০

মহকুমার দুই তৃতীয়াংশ গ্রাম পঞ্চায়েত বন্যাপ্লাবিত
মহকুমা শাসক মুখ খুলতে নারাজ, সাংবাদিকরা ক্ষুব্ধ

বিশেষ প্রতিনিধি : এ পর্যন্ত জঙ্গিপুর মহকুমার দুই তৃতীয়াংশ গ্রাম পঞ্চায়েতই বন্যাকবলিত হয়ে পড়েছে। মহকুমায় মোট গ্রাম পঞ্চায়েত ৬০ ; তার মধ্যে ৪১টিই বন্যার কবলে পড়েছে। প্লাবিত হয়েছে ১১২ বর্গমাইল এলাকা। ২৩ আগষ্ট পর্যন্ত সরকারী হিসেব অনুযায়ী ৩,৪১,৭৫০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং ৯৮,২৫০ গবাদি পশু দুর্দশায় পড়েছে। ওই দিন পর্যন্ত ৫০,৪২০ জনকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ১০৬টি ত্রাণশিবির থেকে ত্রাণসামগ্রী বন্টন করা হচ্ছে। বাড়ী ধ্বসে পড়েছে ২৯,৭৬২টি। জল নেমে গেলে এই সংখ্যা আরো বাড়বে। ৩৪,৩৫৫ একর জমির আউশ, পাট, শাক-সব্জী, অরহর, আখ ইত্যাদি ফসল বিনষ্ট হয়েছে। সংবাদগুলি সরকারী সূত্রের হলেও অন্যভাবে আমাদের সংগ্রহ করতে হয়েছে। কারণ মহকুমা শাসক মুখ খুলতে নারাজ। তিনি জানিয়েছেন, কয়েকটি সংবাদপত্র (অবশ্যই দৈনিক) বন্যার খবর বাড়িয়ে লেখার জন্য জেলা প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বন্যা সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ জেলা সদর থেকে সরবরাহ করা হবে। ২৫ আগষ্ট এক প্রশ্নের উত্তরে মহকুমা শাসক জানান, এটা সরকারী নির্দেশ নয়, জেলা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত, জেলা শাসকের মৌখিক নির্দেশ। জেলা প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে স্থানীয় সাংবাদিকরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, কলকতার কোন্ দৈনিক কি লিখলো তার ফল ভোগ করবেন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেল নিয়ে দিল্লীতে এম পির আরজি

নিজস্ব সংবাদদাতা : দিল্লীতে হাওড়া-ফরাক্কা লাইনে ডিজেল ইঞ্জিন চালু, এই লাইনে সকালের দিকে একসপ্রেস ট্রেন চালু, লালগোলা ও মুরারই পর্যন্ত বি এ কে লুপ লাইন সম্প্রসারণ, বোথারায় ষ্টেশন স্থাপন, ইংরেজ আমলের মত জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ রেল সংযোগ, জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে আসন ও বারথ সংরক্ষণ এবং জঙ্গিপুর রোড, নিমতিতা ও ধুলিয়ান গঙ্গা ষ্টেশনে ওভারব্রীজ নির্মাণের আরজি জানিয়েছেন জঙ্গিপুরের সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন। ২০ আগষ্ট এক সাংবাদিক বৈঠকে এ খবর দিয়ে জয়নাল আবেদীন জানান, রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্টাপিসে দিনে দু'বার ডাক বিলি, সকাল ৬টা থেকে রাত্র ৮টা পর্যন্ত টেলিগ্রাম চালু রাখার ব্যবস্থা, ফরাক্কায় ডিভিসনাল পোষ্ট পিস

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধুলিয়ান গঙ্গা ষ্টেশনের উন্নতির প্রয়োজন

ধুলিয়ান, ২৭ আগষ্ট—ধুলিয়ান গঙ্গা রেল ষ্টেশনটি ধুলিয়ান শহর থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে অবস্থিত। হাঁটা পথ কিংবা ঘোড়াগাড়ী করে ষ্টেশনে যেতে হয়। রাস্তার অবস্থা তেমন সুবিধাজনক নয়। দীর্ঘ দুই যুগ পরেও এখন পর্যন্ত যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার তৈরী হয়নি। মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে ধুলিয়ান শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি প্রসিদ্ধ শহর। ষ্টেশনটি কর্মব্যস্ত, অচেনা লোকের ব্যগ্র ভীড়ে সর্বদা মুখরিত। এখানে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের গুঞ্জন এবং পণ্য উঠা-নামার বহর দেখলেই স্তম্ভিত হতে হয়। ষ্টেশনটি সর্বতোভাবে অনাবৃত। একটা ছোট ষ্টেশন ঘর। টিকিট ঘর, ষ্টেশন মাষ্টারের ঘর পাশাপাশি। অন্ধকারে এদিক ওদিক তাকিয়ে টর্চ জেলে কুলি খুঁজতে হয়। প্লাটফর্মের খানিকটা আচ্ছাদনযুক্ত, বাকিটা খোলা আকাশের নীচে। ষ্টেশনের বাইরে কিছু দোকান-পাটের আলোর আভাস পাওয়া যায় মাত্র। জনস্বার্থে রেল মন্ত্রকের ষ্টেশনের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে সার্বিক উন্নতির কাজে এগিয়ে আসার সময় এসেছে।

মসজিদে হামলা

অরঙ্গাবাদ, ২৭ আগষ্ট—১৫ আগষ্ট জুমার নামাজ চলাকালীন একদল সশস্ত্র সমাজবিরোধী একটি পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে সুতি থানার কোদোয়া মসজিদ ঘিরে ফেলে। বহুতালী প্রধানের পরিবারের যাঁরা মসজিদে ছিলেন তাঁদের হত্যার হুমকি দিয়ে অন্যান্যদের মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। যাঁরা নামাজ পড়ছিলেন তাঁদের অনেকেই ভয়ে পালিয়ে যান। অন্যান্যরা মসজিদের ভেতরের দরজা আটকে রেখে প্রধান ও তাঁর

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেশন কারডেও ঘুষ

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭ আগষ্ট—রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চড়কা গ্রামের জনৈক ব্যক্তি উপরমহলের সঙ্গে খাতির রেখে কুড়ি থেকে পঁচিশ টাকার বিনিময়ে নতুন রেশন কারড করে দিচ্ছেন বলে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। এর ফলে গরীব ও অসহায় শ্রেণীর মানুষ ঘুষের টাকার অভাবে নতুন রেশন কারডের সুযোগ পাচ্ছে না বলেও জানানো হয়েছে।

সমস্ত টাকা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : লবণচোয়া ব্রাঞ্চ পোষ্টাপিসের পোষ্ট মাষ্টারের কাছ থেকে ডাক ও তার বিভাগ সুদসমেত সমস্ত টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। পোষ্ট মাষ্টার প্রায় কুড়ি হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে এ খবর দিয়ে জঙ্গিপুর ডাকঘরসমূহের পরিদর্শক অম্বুজাক্ষ মুখার্জি জানিয়েছেন, গ্রামবাসীদের কাছ থেকে লবণচোয়া ডাকঘর সম্পর্কে লিখিত কোন অভিযোগ তাঁরা কখনও পাননি। দু'একবার মৌখিক অভিযোগ পেয়েছিলেন এবং তার ভিত্তিতে তদন্ত হয়েছিল। কিন্তু প্রমাণ অভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

ডাকঘর আবশ্যক

সাগরদীঘি, ২৭ আগষ্ট—রতনপুর, জোতকমল, মেঘা ও শিহাড়া গ্রাম চারটি নিয়ে একটি শাখা ডাকঘর খোলার দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের বক্তব্য, বর্তমানে দোহাল-ডাঙ্গাপাড়া শাখা ডাকঘরের অধীনে ৮টি গ্রাম আছে। তার মধ্যে কোন কোন গ্রামের দূরত্ব দু'তিন মাইল। জরুরী কাজ ও চিঠি পত্র বিলির ব্যাপারে দূরত্বের জন্য অনেক

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কমিশনারের কীর্তি

ধুলিয়ান, ২৭ আগষ্ট—বিনামূল্যে মাটি, ইট ইত্যাদি দিতে রাজী না হওয়ায় দু'জন ঠিকাদার সম্প্রতি ধুলিয়ান পুর সভার ৮নং ওয়ারডের কমিশনার তথা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক আব্দুর রউফের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, সংশ্লিষ্ট ওয়ারডে একটি রাস্তা তৈরীর সময় ওই কমিশনার ঠিকাদারদের কাছ থেকে নাকি মাটি, ইট ইত্যাদি নেন। ঠিকাদাররা তাঁর কাছ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চাকরীর বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা পণ্ডিত ষ্টেশনারসে পাবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই ভাদ্র বুধবার, সন ১৩৮৭ সাল।

বন্যা

জঙ্গিপুর মহকুমায় বন্যার তাণ্ডব ও ধ্বংসলীলা আরম্ভ হইয়াছে। বন্যা-বিপর্যস্ত হাজার হাজার মানুষ আপন বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া যত্র তত্র আশ্রয় লইয়াছে। শত শত বিঘার আউশ ধান, যাহা চাষীরা আর কিছু-দিনের মধ্যেই ঘরে তুলিতে পারিতেন, জলের তলায় চলিয়া গিয়াছে। বহু স্থানে কপি, বেগুন প্রভৃতির ব্যাপক চাষ হয়; তাহাও জলমগ্ন হইয়া শীতের মরসুমী এই আনাজের অশেষ ক্ষতি-সাধন করিয়াছে।

অবশ্য বন্যার তাণ্ডব শুধু জঙ্গিপুর মহকুমা বা এই রাজ্যের কিছু জেলাতেই নয়, ভারতের নানা জায়গায় বন্যা হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র যেমন আসামের ক্ষতি করিতেছে, গঙ্গানদী তেমনি অপরাপর নদীর সহায়তায় বহু স্থানে বন্যা ঘটাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে এই রাজ্যে। উৎসমুখে প্রবল বর্ষণ হইলেই নদীগুলি ফুলিয়া-ফাঁপিয়া উঠে; পলি-সঞ্চিত অগভীর নদীগর্ভের জলধারণের ক্ষমতা বহুল পরিমাণে কমিয়া যাওয়ায় নদীগুলির উভয় কূল ছাপাইয়া যায় আর তখনই আসে প্লাবনের পালা।

এই মহকুমার বিশাল অঞ্চল গঙ্গা-পদ্মানদীর ভাঙ্গনে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে অনেক আগেই। প্রখ্যাত ব্যবসায় কেন্দ্র ধুলিয়ান শহরের আজি-কার রূপ পরিবর্তিত; পুরাতন ধুলিয়ান গঙ্গাগর্ভে লীন। পদ্মানদী জঙ্গিপুর শহরের নিকটে চলিয়া আসিয়াছে। ভাগীরথীর পূর্বতীরস্থ বহু সমৃদ্ধিশালী গ্রাম পদ্মানদী গ্রাস করিয়াছে। জঙ্গিপুর শহর সম্পর্কেও আশঙ্কা পরি-হার করা যায় না। তদুপরি ঘন ঘন বন্যা এতদঞ্চলের মানুষকে কাহিল করিয়া দিতেছে।

আধুনিককালের উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে ও উন্নত বিজ্ঞানের কল্যাণে বন্যাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার সুচিন্তিত পন্থা উদ্ভাবন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। বন্যার্তদের জন্য কোটি কোটি অর্থব্যয় করায় কোন সুফল ফলিবে না। সুতরাং বন্যানিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনা সম্পর্কে নূতন করিয়া ভাবিতে হইবে এবং তাহার বাস্তব রূপায়ণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বার বার বন্যা হইতেছে; তাই আজিকার সমস্যা-জর্জর মানুষের জীবন আরও সমস্যা-দীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার বন্যায় লক্ষ লক্ষ লোক চরম দুর্দশার সম্মুখীন। তাঁহাদের বাসগৃহ গিয়াছে, ক্ষেতের ফসল গিয়াছে। তাঁহারা আজ সরকারী সাহায্যের প্রত্যাশী হইয়া রহিয়াছেন। এই বন্যাপীড়িত হতভাগ্যদের জন্য অবিলম্বে সাহায্যের প্রয়োজন।

কেন এমন হ'ল ?

পার্থ ব্রহ্ম

শনিবারের বড় খেলার বেতার ভাষ্যে দুই খেলোয়াড়কে রেফারীর মাচিং অর্ডারের পর পুলিশের গ্যালারী ফাঁকা করার সংবাদ শুনে দু'দলের সমর্থকদের নিয়ে কিছু অঘটন কল্পনা করেছিলাম। কিন্তু স্তম্ভিত হলাম সান্ধ্য সংবাদে—তরতাজা তরুণের মৃতদেহ বড় খেলাকে কেন্দ্র করে। ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেনের সবুজ ঘাস তাজা রক্তে হোলি খেলেছে। এ যে অবিশ্বাস্য, এ যে ফুটবলের শহর কোলকাতার লজ্জা, বাংলার ফুটবল রসিকদের কলঙ্ক। ফুটবল নিয়ে রাস্তার মোড়ে, চায়ের দোকানে, অফিসে-কলেজে-স্কুলে চীৎকার, যুক্তি, তর্ক সব যেন মিথ্যে হয়ে গেল সন্তান-হারা মায়ের, স্বামীহারা স্ত্রীর, স্বজন-হারা প্রিয়জনের বুকফাটা আর্তনাদে। খেলা—সমাজ-জীবনের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, আধুনিক শিক্ষার প্রধান অংশ, যার মন্ত্র 'স্পোর্টিং স্পিরিট' শুধু মাঠের নয়, জীবন গড়ার মহান মন্ত্র। কিন্তু এ মন্ত্র আজ লাঞ্ছিত, ভূলুণ্ঠিত হয়ে বিষাক্ত হাওয়ার সৃষ্টি করছে, যে হাওয়া মাঠ ছাপিয়ে সমাজে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করতে চলেছে। ইডেনের এই গণ্ডগোল হঠাৎ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নানা ধরনের সর্বনাশা মানসিকতাকে অবলম্বন করে বিগত কয়েক বছর থেকেই বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়েছিল ইষ্টবেঙ্গল মোহন-বাগানের খেলা। যেন প্রতি মুহূর্তের অপেক্ষা একটি দেশলাই কাঠির। যেটি জ্বলে উঠল ১৬ তারিখের বিকেলে। সাথে সাথে হাহাকার—এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। প্রায় দেড় ডজন লাশের ওপর দাঁড়িয়ে চমকে উঠলাম আমরা, প্রশ্ন করলাম পরস্পরে—এটা কেন হ'ল? কিন্তু আত্মসমালোচনার বদলে একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টায় সচেষ্ট হলাম। আমরা স্বীকার করতে ভয় পেলাম এ আমাদের কলঙ্ক, আমাদের লজ্জা। ব্যস্ত হলাম দোষী খুঁজতে। ভুলে গেলাম আমরা সবাই দোষী।

আমি সমর্থক—আমার কাছে অন্ধ ক্লাব এবং ফ্ল্যাগপ্রীতি; দলের খেলো-য়াড় আমার কাছে ভগবান তাই মাঠে তাদের সাধারণের মত খেলতে দেখলে, গোল না দিতে দেখলে ক্ষেপে গিয়ে আমি মাঠের হাওয়া বিষাক্ত করি। ইট ছুঁড়ে ছোট ক্লাবের খেলোয়াড়কে ভয় দেখিয়ে জয়ের চেষ্টা করি। আমাকে বাধা দেবার কেউ নেই।

আমি ক্লাবের কর্মকর্তা—খেলা বুঝি বা না বুঝি সভ্যদের ভোটে পদ আমার চাই। সভ্যরা চায় ট্রফি, তাই আমার কাছে খেলার লক্ষ্য জেতা। জেতার জন্য মাঠের হাওয়া খারাপ হলে আমার কি?

আমি খেলোয়াড়—অপেশাদার মুখো-শের আড়ালে আমি অনেক টাকা, প্রচুর সুযোগ নিই, কারণ আমি ষ্টার প্লেয়ার, আমার অনেক ফ্যান, মাঠে খেলতে না পারলে হাত পা নেড়ে জানান দিই রেফারীর দোষে খেলতে পারছি না, কারণ আমি জানি এতে গ্যালারী গরম হবে এবং সেই গরমে ঢাকা পড়বে আমার ব্যর্থতা। আমাকে সংশোধন করার কেউ নেই। না কোচ না কর্মকর্তা।

আমি আই, এফ, এ—খেলা চালানোর বড় কর্তা। আমার ক্ষমতা অসীম কিন্তু বড় ক্লাবের প্রতি চরম দুর্বলতা। আমার রক্তচক্ষু শুধু ছোট ক্লাবের জন্য।

আমি ক্রীড়া দপ্তর—আমার দায় ও দায়িত্ব প্রচুর। তবু আমি শিক্ষা নিইনি ফেডারেশন কাপের ফাইনালের সেই দুঃখজনক অসুখী ঘটনা থেকে। এক গ্যালারীতে দু'দলের সমর্থকদের স্থানও বোধ হয় ভুল ছিল।

তাই বলছি, আমরা সবাই দোষী। আমরা দিনে দিনে কোন না কোন ভাবে বিষাক্ত করেছি মাঠের হাওয়া। সেই হাওয়াতে দম নিতে আজ ফুস-ফুসের বড় কষ্ট। বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা সকলে যদি আবর্জনা পরিষ্কারের পথে না নামি তবে ভবিষ্যত আমাদের ক্ষমা করবে না।

যেতে যেতে একলা পথে নিভেছে মোর বাতি'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র সঙ্গীতের 'ব্রাত্যজন'টি চলে গেলেন তাঁর সকল অভিমান নিয়ে। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ থেকে যে কিশোর এসেছিলেন সাধনার পীঠস্থান কলকাতা মহানগরীতে—তিনিই পরবর্তীকালের প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস। অনেকের কাছে 'জর্জদা'। গানের হাতে খড়ি মায়ের কাছে, তাও প্রথাগত পদ্ধতিতে নয়। মায়ের মুখের ব্রহ্মসঙ্গীত, কিশোরগঞ্জের মাঝি মাল্লাদের ভাটিয়ালী ও দেহতত্ত্বের গান, শিল্পীর গানের পরিমণ্ডল তৈরী করেছিল। মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে সে আমলের 'কলের গান' থেকে আঙুরবালা, ইন্দুবালা প্রভৃতির গানও নিবিষ্ট চিত্তে শুনতেন, তুলে নিতেন তাঁর গলায়। ব্রাহ্ম-পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী উপাসনার গান গাইতে গিয়ে সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর আত্মিক পরিচয় ঘটেছিল। কলকাতার কলেজে পড়তে এসে ব্রাহ্মসমাজের নানা অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার সুযোগ তাঁর ঘটেছিল। পরবর্তীকালে তিনি ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরাণা' দেখার সুযোগ পান। মাঝে মাঝে তাঁদের কাছে শিক্ষাও গ্রহণ করেছেন।

শান্তিনিকেতনের পরিমণ্ডলের বাইরে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক যোগ্য প্রবক্তা। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনমানসে যেমন প্রথম ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব বহন করেছিলেন স্বর্গত শিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিক—তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে সে দায়িত্ব বহুলাংশে পালন করে গিয়েছেন দেবব্রত বিশ্বাস। তবু দুঃখের কথা এই মহান শিল্পীরও রেকর্ড করা মাঝে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়ে-ছিল। কারণ তিনি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত স্বরলিপির বেড়াজাল ভঙ্গ করেছেন।

যাই হোক রবীন্দ্র সঙ্গীতের একজন দিকপাল চলে গেলেন। এমন বলিষ্ঠ গলা, বলিষ্ঠ উচ্চারণ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে দুর্লভ।

মানুষ হিসাবে দেবব্রত বিশ্বাস ছিলেন সকলের প্রিয়। নূতন শিল্পীদের গান

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রাজনৈতিক খুন

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ আগষ্ট—এই থানার কাটাখালি গ্রামের আবদুর রহমান নামে একজন সি পি এম সমর্থক মোটর সাইকেল করে যাবার পথে গতকাল সন্ধ্যায় কৃষ্ণশাইলের কাছে একদল কংগ্রেস (ই) সমর্থকের হাতে নৃশংস-ভাবে খুন হয়েছেন বলে থানায় অভি-যোগ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, হত্যাকারীরা একটি বাঁশ ফেলে রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করলে আব্দুর রহমান মোটর সাইকেলের গতি কমাতে বাধ্য হন। তখন তাঁকে নামিয়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ঘটনাস্থলেই খুন করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ ১৩ জনকে আটক করে। নিহত আব্দুর রহমানের মৃতদেহ নিয়ে সি পি এম এর একটি বিক্ষোভ মিছিল আজ শহর পরিক্রমা করে।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া নাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

নেশার বাস সারভিস

ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পরলোকে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তিগোপাল দত্ত গত ২১ আগষ্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কল-কাতায় পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

মৎস্য সংবাদ

মাছের যৌথ বীজতলা করুন

মাছের ফলন বাড়ানো চাই

এখন সরকারী ও অন্যান্য সূত্রে মাছের প্রচুর ডিমপোণা বা ধানিপোণা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ডিমপোণা বা ধানিপোণা সরাসরি পালন পুকুরে ছাড়া ঠিক নয়।

মাছের শিশু মৃত্যু ব্যাপক। তাই আঁতুড় অবস্থায় উপযুক্ত যত্ন তদারকি ও নিয়মপালন করে ডিমপোণা ধানিপোণা থেকে চারাপোণা তৈরী করে নিতে হবে।

ব্যক্তিগতভাবে চারাপোণা তৈরীর আঁতুড় পুকুর করতে গিয়ে নানাপ্রকার অসুবিধা ও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ৫।৭ জন একত্রে এই পুকুর করলে অনেক সুবিধা হবে।

কাছাকাছি কয়েকজন পুকুরের মালিকরা এক জোট হলে আরো ভাল হয়। মৎস্য বিভাগের কর্মীর এতে পরামর্শ পেতে ও যোগাযোগ করতে সুবিধা হয়।

যৌথ আঁতুড় পুকুরে বিশেষ সুবিধা—

(১) সতেজ, সবল, সংখ্যায় বেশী চারাপোণা পাবেন।

(২) জাল, সার ও চুন, ডিম বা ধানিপোণা সংগ্রহে এবং তদারকিতে সুবিধা হবে।

(৩) মাথাপিছু খরচ কম হবে।

(৪) পোণা ধরার জন্য অপরের উপর নির্ভর করতে হবে না।

মনে রাখবেন—

(১) কয়েকটি এলাকায় ছোট ছোট মৎস্য উৎপাদন গোষ্ঠী এ বছরই যৌথ আঁতুড় পুকুর পরিচালনা করে উপকার পাচ্ছেন।

(২)এরূপ যৌথ প্রচেষ্টা মৎস্য বিভাগীয় নিয়ম মেনে জেলা ফিশারি অফিসে পঞ্জীভুক্ত করলে নিয়মিত পরামর্শ, আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা পাবেন। যৌথ আঁতুড় পুকুর, নার্সারী করার ব্যাপারে ও মাছ চাষের সর্ববিষয়ের পুস্তিকাদির জন্য আপনার এলাকার মৎস্য বিভাগীয় কর্মীদের বা জেলা ফিশারী অফিসার মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনাদের সাহায্য করতে তাঁরা সব সময়ই তৈরী রয়েছেন।

তথ্য ও সংস্কৃতি, মুর্শিদাবাদ

কৃষি সংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলায় কোথাও কোথাও আখ ক্ষেতে শোষক পোকার (পাইরিন) আক্রমণ দেখা দিয়েছে।

শোষক পোকা নরম ও পাকা পাতার রস শুষে খায়। আক্রমণ বেশী হলে পাতা শুকিয়ে যায় এবং গুড় কম হয়।

প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত যে কোন একটি ঔষধ প্রয়োগ করুন।

ওষুধের নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ
বি এইচ সি (জলে গোলা) পঞ্চাশ শতাংশ	৫ পাঁচ গ্রাম
ডিমেক্রন	আধ মিলি মি

একর প্রতি ঔষধ মিশ্রিত জলের পরিমাণ ৪০০ হইতে ৪৫০ লিটার।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।

(তথ্য ও সংস্কৃতি মুর্শিদাবাদ)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

OFFICE OF THE COLLECTOR

MURSHIDABAD

REVENUE MUNSHIKHANA

NOTICE

Applications are invited for 4 (four) Licences of Stamp Vendors, 2 (two) for Sub-Registrar's Office, Berhampore and 2 (two) for District Registrar's Office, Murshidabad, Berhampore.

The application in the following proforma should reach this office by 30. 9. 80.

(1) Name, (2) Father's name, (3) Educational Qualification, (4) Previous experience, if any, (5) Present occupation, if any, (6) Age, (7) Address, (8) Financial capacity to run the business of stamp vendor.

9-8-80 For Collector, Murshidabad

ICA—Murshidabad

সাংবাদিকরা ক্ষুব্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্থানীয় সাংবাদিকরা, কেন? মহকুমা শাসক অবশ্য স্থানীয় সংবাদপত্রের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করে বলেছেন, কতদূর কি করা যায় জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলে তিনি দেখবেন এবং সম্ভব হলে স্থানীয় সংবাদপত্রকে জানাবেন।

এদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে, সমস্ত জায়গা থেকে বন্যার জল কমতে শুরু করলেও ধুলিয়ান শহর থেকে জল নামতে দেরী হচ্ছে। ত্রাণ এবং উদ্ধারের কাজে ঢিলেমির অভিযোগ সর্বত্র। ধুলিয়ানের কাছে তারাপুরে একদল বন্যাদুর্গত মানুষ ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। রঘুনাথগঞ্জের রাধানগর বাঁধে ত্রাণসামগ্রী লুণ্ঠনের ঘটনাকে সরকারবিরোধী চক্রান্ত বলে সি পি এম-এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। সি পি এম সূত্রে জানানো হয়েছে, বন্যায় মিঠিপুরে কজনের প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। সরকারীভাবে এখন পর্যন্ত কোন মৃত্যুসংবাদ স্বীকৃত না হলেও, বেসরকারী হিসেবে এবারের বন্যায় মহকুমায় পাঁচজনের মৃত্যু ঘটেছে। ত্রাণমন্ত্রী রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেচমন্ত্রী প্রভাস রায়, কারামন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সংসদ সদস্য ত্রিদিব চৌধুরী ও জয়নাল আবেদীন বন্যাকিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

ধুলিয়ান মারোয়াড়ী সমিতির পক্ষ থেকে বিজু আগরওয়ালা আমাদের সংবাদদাতাকে জানিয়েছেন, ২২ আগষ্ট থেকে ৩০ আগষ্ট পর্যন্ত প্রতিদিন ১০ হাজার বন্যাপীড়িতকে তাঁরা খিচুড়ি খাওয়ানর ব্যবস্থা করেছেন। ধুলিয়ান বিড়ি মারচেন্টস এসোসিয়েসনের পক্ষ থেকেও দৈনিক ১০ হাজার বন্যাপীড়িতকে খিচুড়ি খাওয়ান হচ্ছে। আজ থেকে ধুলিয়ান বিড়ি পাতা টোবাকো এসোসিয়েশনও সাহায্যে নামছেন। ধুলিয়ান পুরসভার পক্ষ থেকে ১০৭ কুইন্টাল গম বিলি করা হয়েছে। জঙ্গিপুর জোনাল পি এণ্ড টি রিক্রিয়েশন ক্লাব ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, নিমতিতা প্রভৃতি স্থানের বন্যার্ত সহকর্মীদের শিশুদের জন্য শিশুখাদ্য, চিড়া, গুড় ও কিছু তাঁবু সরবরাহ করেন। উক্ত সংস্থা জলঙ্গী ইত্যাদির বন্যার্ত সহকর্মীদের শিশুদের জন্যও শিশুখাদ্য ক্রয় করে জেলা ডাক ও তার অধিকর্তার নিকট পাঠান।

বাঙ্গাবাড়ী হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা ৩৫০০ রুটি, ৩০০০ পাউরুটি, ১৫০ জামাকাপড় ও দেড় মণ চাল সংগ্রহ করে সুতি ১নং ব্লকের নূরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্যাদুর্গত মানুষের মধ্যে বিতরণ করেছেন বলে জানানো হয়েছে।

এম পির আরজি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইত্যাদির প্রস্তাবও তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রেখেছেন। এ ছাড়াও মহকুমার পাঁচটি ব্লকের ৩৩ হাজার একর জমি থেকে স্থায়ী বন্যার জল নিষ্কাশন ও রঘুনাথগঞ্জে ভাগীরথীর ওপর সেতু নির্মাণের দাবি তিনি জানিয়েছেন। ১৯৭৫ সাল থেকে জল জমে থাকায় প্রতি বৎসর সাড়ে নয় কোটি টাকা করে ক্ষতি হচ্ছে। জল নিষ্কাশনের জন্য ৪·১২ কোটি টাকা ব্যয়ে খাল খনন প্রকল্প এবং ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাগরদীঘি থানার দামোশ বিল সংস্কার করে ৪৪৯ একর জমিকে সেচ-সেবিত করার জন্য দুটি প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে। ভাগীরথীতে সেতু নির্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত একটি গণ দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানান, কয়েকটি ব্যাপারে বামফ্রন্টের কোন কোন মন্ত্রী ভিত্তিহীন প্রচার চালিয়ে শরীক দলগুলিকে অসুবিধায় ফেলছেন।

ডাকঘর আবশ্যক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সময় বিঘ্ন ঘটছে। পোষ্টাল সুপারিনটেনডেনটের কাছে এ ব্যাপারে বহু আবেদন জানিয়েও কোন ফল না হওয়ায় গ্রামবাসীরা সংবাদপত্রের শরণাপন্ন হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

কমিশনারের কীর্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে দাম চাইলে তিনি রাস্তার গাঁইতি তুলে তাঁদের মারতে উদ্যত হন। পথচারীরা তাঁকে ধরে ফেলেন। ঠিকাদাররা এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে যান। ঘটনাটি ঘটে বন্যার আগে।

যেতে যেতে একলা পথে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ভালো লাগলে অকুণ্ঠভাবে তাদের প্রশংসা করতেন, বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন। অর্থনীতির ছাত্র হলেও জীবনটাকে তিনি অর্থের চুলচেরা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেননি বা পরিচালিত করেননি। অবাক পৃথিবীকে সেলাম জানিয়ে আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি সারাজীবন গান গেয়ে গেলেন। তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে গীত গানগুলির মধ্যে। যদিও রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমালোচকদের কাছে এবং কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি এক 'ব্রাত্যজন' - কিন্তু প্রকৃত রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রেমিকদের মনের মণিকোঠায় তিনি অমর হয়ে থাকবেন। 'আঁধারে যাইতে যাইতে একলা বাতি নিভ্যা গেল আমার'—মরমী শিল্পীর কণ্ঠে গীত শেষ গানের রেশ এখনও আছে—চিরকাল থাকবে। তাঁর অমৃত সুরমূর্চ্ছনা আমাদের উত্তরিত করুক এক অমৃতলোকে।

মসজিদে হামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিবারের লোকজনদের বাঁচান। সমাজবিরোধীরা পার্শ্ববর্তী অস্থায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে হানা দেয়, প্রধানের এক ভাইয়ের মাথায় হেঁদোর আঘাত করে এবং লুঠতরাজ চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয় এবং লুণ্ঠিত কাগজপত্র সমেত তিনজনকে ধরে ফেলে। কিছু এ্যালিড বালবের টুকরাও পুলিশ আটক করে। খবরটি দিয়েছেন বহুতালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মোমেন মিয়া।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

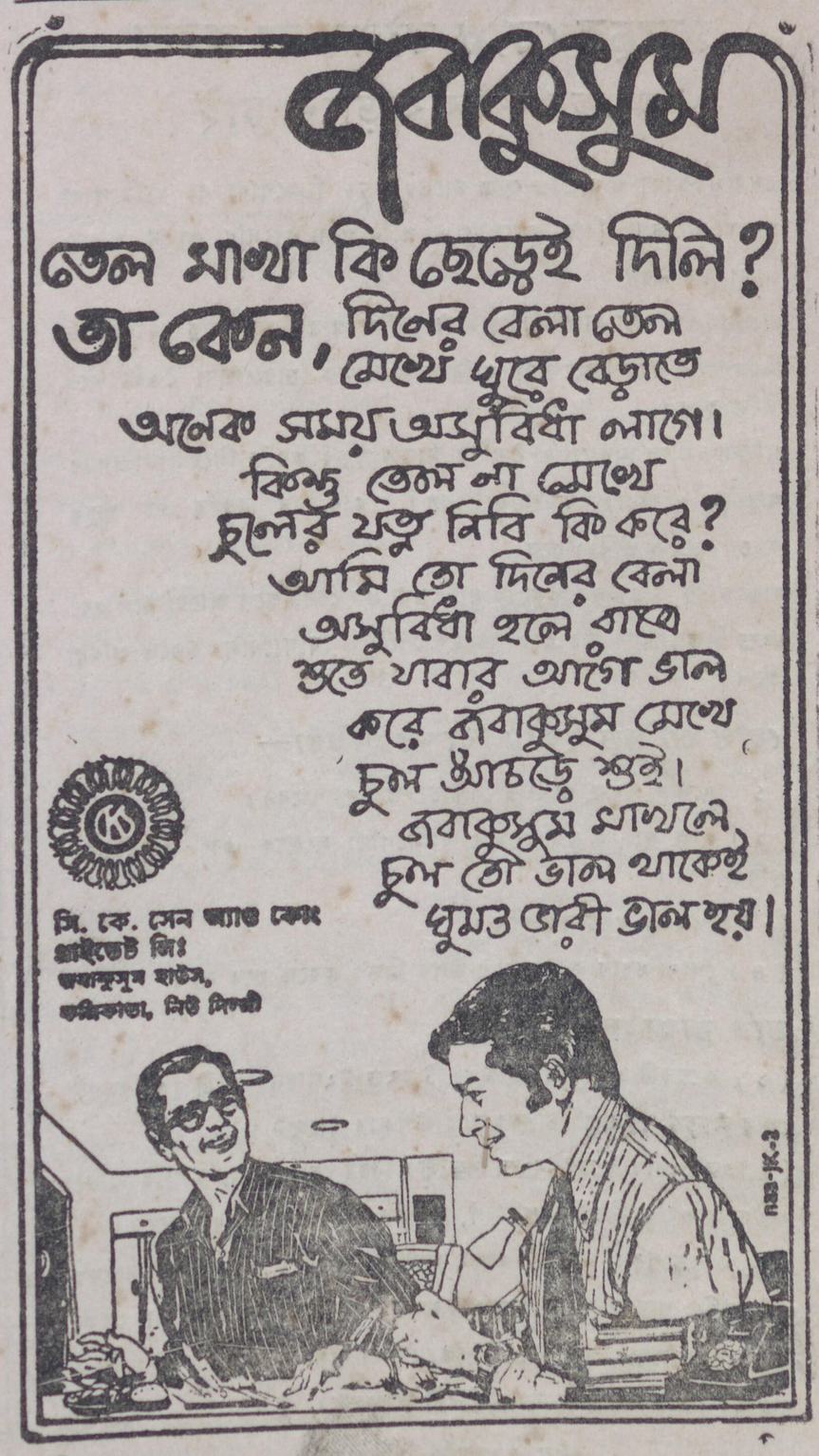

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫ পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।